মাও ও গান্ধীঃ শেষ হাসি কে হাসবেন?

কম্পিউটার জগতের প্রচলিত কথা ”গারবেজ ইন, গারবেজ আউট”। ভিন্নমতে প্রকাশিত ড: বিপ্লব পালের ”chairman Mao vs naked Gandhi: who will have the last laugh” পড়ে কম্পিউটার জগতের প্রচলিত কথাটিই মনে পরছে। পদার্থবিদ্যার ছাত্র ড: পাল রাসয়নশাস্ত্রে বর্ণিত সাধারণ মিশ্রন ও রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া (Chemical reaction) মধ্যে পার্থক্য ভুলে গেছেন। তাই মাও ও গান্ধী কর্তৃক প্রবর্তীত স্বাধীনতা আন্দোলনের পার্থক্য না বুঝে তুলনা করেন। আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক কাঠামো অটুট রেখে বৃটিশের পরিবর্তে দেশীয় বুর্জোয়া শাসন প্রবর্তনের শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের নাম সত্যাগ্রহ, যা রাসয়নশাস্ত্রের সাধারণ মিশ্রনের পর্যায়ভুক্ত। বিপরীতে সমাজের গুণগত পরিবর্তনের লক্ষ্যে বৃটিশকে বিতারিত করে মেহনতি মানুষের শাসন কায়েম করার জন্য মাও সশস্ত্র আন্দোলন করেছেন, যা রাসায়নিক প্রতিক্রিয়ার সাথে তুল্য। শান্তিপূর্ণ ভাবে সমাজ পরিবর্তন সম্ভব নয়, যেমন পদার্থের যে কোন এক অবস্থা (কঠিন, তরল বা বাস্পীয়) থেকে অন্য অবস্থায় রূপান্তর Latent heat ছাড়া সম্ভব নয়। তাই সমাজের এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় রূপান্তর বা বিপ্লব (Revolution)কে Latent heat এর সাথে তুলনা করা হয়।

স্বাধীনতার জন্য বিপ্লব করতে হয় না, আন্দোলন করতে হয়। তবে অবস্থা পরিপেক্ষিতে আন্দোলন শান্তিপূর্ণ বা সশস্ত্র হোতে পারে। সাম্রাজ্যবাদের সহযোগীতায় ইউরোপ ও আমেরিকার ইহুদীরা ভূমিপুত্রদেরকে উচ্ছেদ করে ইস্রাইল রাষ্ট্র কায়েম করে। প্যালেষ্টাইনীরা নিজ দেশে পরবাসী এবং অমানবতার জীবনযাপন করছে। ইস্রাইল জাতি সংঘের সকল সিদ্ধান্ত অমান্য করেছে। তাই নিজ জাতিসত্ত্বা বজায় রাখার জন্য প্যালেষ্টাইনকে অস্ত্র হাতে নিতে হয়েছে। তামিলেরাও নিজ জাতিসত্ত্বা বজায় রাখার জন্য সংগ্রাম করছে। বার্মা স্বৈরাতন্ত্র থেকে গণতন্ত্রে উত্তরণের আন্দোলন করছে। তাই তাদের আন্দোলন শান্তিপূর্ণ। ল্যাটিন আমেরিকা সাম্রাজ্যবাদী শোষণ ও মার্কিন তাবেদার সরকার থেকে মুক্তি চায়, তাই সেখানে অশান্তি।

সমাজের এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় রূপান্তর বা পরিবর্তনের জন্য বিপ্লব করতে হয়, যা শান্তিপূর্ণ ভাবে সম্ভব নয়। রাজতান্ত্রিক সামন্তবাদী শোষণ থেকে পুজিবাদী-কাম-সমাজতান্ত্রিক সমাজে উত্তরণের জন্য স্বাধীন নেপাল সশস্ত্র যুদ্ধ করছে। বিপরীতে চেচেন, কাশ্মীর ও তিব্বতের দালাই লামা ধর্মরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে চান, যা ইতিহাসের চাকা পিছনের দিকে ঘুরানোর সামিল। রাজনৈতিক আন্দোলনের চরিত্র বা বৈশিষ্ট বিশ্লেষণে ডঃ পাল খুবই আনারি। তাই নেপাল, প্যালেষ্টাইন, কাশ্মীর ও তিব্বতের দালাইলামাসহ বিভিন্ন আন্দোলনকে মাও ও গান্ধীর ছকে ফেলে দেন। রাজনৈতিক আন্দোলনের দু'টি দিক বিদ্যমান। চেচেন, কাশ্মীর বা তিব্বতের দালাই লামারা চান সমাজ ও সভ্যতার চাকাকে পশ্চাদমূখী করতে। বিপরীতে প্যালেষ্টাইন ও নেপালের সংগ্রাম হলো সমাজের গুণগত পরিবর্তন নিয়ে এসে স্বস্ব সমাজকে সম্মুখের দিকে ধাবিত করা।

ড: পাল জাতি (Nation) শব্দটিও ভুল ভাবে প্রয়োগ করেছেন। প্রাচীন কালের রোমের দাসপ্রভু বা মধ্যযুগীয় মোগল সামন্তপ্রভুদের শাসন আমলে জাতিসত্ত্বার উন্মেষ ঘটেনি। জাতি শব্দটি আধুনিক পুজিবাদের সাথে যুক্ত। তাছাড়া দুই দাসপ্রভু বা দুই সামন্তপ্রভুর আভ্যন্তরীণ বিরোধে সৃষ্ট সংঘর্ষ এবং দাস ও কৃষকের সাথে যথাক্রমে দাসপ্রভু ও সামন্তপ্রভুর দ্বন্দ্বে সৃষ্ট সংঘর্ষের মধ্যে পার্থক্য বুঝতে ড: পাল অক্ষম। ফলে দাস স্পার্টাকাসের নেতৃত্বে দাস বিদ্রোহ এবং গল, গথ, নর্ম্যান ও মিসরীয় দাসপ্রভুদের সাথে রোমের দাসপ্রভুদের

সংঘর্ষ এক করে ফেলেন। অনুরূপ ভাবে মোগল শাসন আমলে সামন্তপ্রভুদের বিরুদ্ধে কৃষক অসন্তোষ এবং রাজপুত ও বাংলার সামন্তপ্রভু বা মারাঠা সামন্তপ্রভু শিবাজীর সাথে মোগল সামন্ত সম্রাটদের সংঘর্ষ এক করে দেখার অর্থ হলো সামাজিক বিধি বিধান বুঝার অক্ষমতা। সমাজ ও সভ্যতা বা ইতিহাস একই শ্রেনীভুক্ত দুই দাসপ্রভু, দুই সামন্তপ্রভু বা দুই পুজিপতির মধ্যকার দ্বন্দ্ব বা যুদ্ধ দ্বারা পরিচালিত হয় না।

দেশ প্রেমের জন্য নেতাজী মানুষের হৃদয় স্থান পেয়েছেন। কিন্তু ভুল রাজনৈতিক কর্মকান্ডের জন্য সফলতা অর্জন করতে পারেননি। দেশ প্রেম ও যথাযথ রাজনৈতিক কর্মকান্ডের জন্য শেখ মুজিব বঙ্গবন্ধুতে রূপান্তর এবং জাতির পিতায় ভুষিত হয়েছেন। নেতাজী ও বঙ্গবন্ধু উভয়ই সমকালীন বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত শ্রেনীর প্রতিনিধি। শ্রেনী হিসাবে বাঙ্গালী কৃষককুল রাজনৈতিক ভাবে তখনো সংগঠিত নয় বিধায় মধ্যবিত্ত শ্রেনীর নেতৃত্বে ছিল আস্থাবান।

সৌর সংশ্রয় (Solar system) বা জীববিজ্ঞান সংক্রান্ত সংশ্রয় (Biological system) যেমন বিধি বিধান দ্বারা পরিচালিত, তেমনি সামাজিক সংশ্রয় (Social system)ও কতগুলি নিয়ম দ্বারা পরিচালিত। সংশ্রয় (System) এর সংজ্ঞা হলো পরস্পরের উপর ক্রিয়া করে, পরস্পর সম্পর্কিত অথবা পরস্পরের উপর নির্ভরশীল এক গ্রুপ উপাদান সমূহের জটিল অবিভক্ত আকার গঠন প্রক্রিয়া (A system is a group of interacting, interrelated or interdependent elements forming a complex whole)। সংশ্রয়ে অন্তর্ভূক্ত উপাদানগুলি পরস্পর ক্রিয়াশীল বিধায় চলমান, তবে বহি:শক্তির প্রতিক্রিয়া গ্রহনে অপারগতার কারণে বর্ণিত প্রথম দু'টি হলো বন্ধ সংশ্রয়। সামাজিক সংশ্রয়ের অন্তর্ভূক্ত উপাদানগুলির সাথে বহি:স্থ উপাদানগুলির প্রতিনিয়ত পারস্পারিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ঘটে বিধায় সমাজ দ্রুত পরিবর্তীত হয়, তাই মানব সমাজকে বলা হয় খোলা সংশ্রয় এবং সমাজ হয় চলমান। দেখা যাচ্ছে যে গান্ধী বা মাও সমাজ পরিবর্তনের চালিকা শক্তি নয়। সমাজ তার নিজ প্রয়োজনে গান্ধী ও মাওকে যথাক্রমে সমাজ সংস্কার ও পরিবর্তনের পথ পরিষ্কার করার জন্য সৃষ্টি করেছে ।

সমাজের অভ্যন্তরে ক্রিয়াশীল হাজারো উপাদানের মধ্যে ধর্ম একটি। মানুষ ছাড়া সমাজ হয় না। বেচে থাকার জন্য মানুষকে খাদ্য সংগ্রহের প্রক্রিয়ায় অংশ গ্রহন করতে হয়, অর্থ্যাৎ কোন একটা কাজ করতে হয়। উৎপাদন নিয়ন্ত্রনকারী শ্রেনীর কাম্য হলো সামাজিক সংশ্রয়ে অপরিবর্তীত রেখে অর্থনৈতিক শোষণ বজায় রাখা। বিপরীতে উৎপাদক শ্রেনীর চাহিদা হলো সামাজিক সংশ্রয় পরিবর্তন করে অধিক সুযোগ সুবিধা আদায় করা। আলোচ্য এই দ্বন্দ্বে ধর্মের কোন ভূমিকা থাকে না। বরঞ্চ সামাজিক সংশ্রয়ের পরিবর্তনের সাথে ধর্মীয় ধারণা পরিবর্তীত হয়ে থাকে। তাই দেখা যাচ্ছে ধর্ম সমাজ পরিবর্তনের কোন বাধা নয়, বাধা হলো উৎপাদন নিয়ন্ত্রনকারী শ্রেনী, যারা উৎপাদক শ্রেনীর মধ্যে বিবেদ সৃষ্টির লক্ষ্যে ধর্মকে ব্যবহার করে। তাই দ্বান্দিক বস্তুবাদে যথাযথ জ্ঞান ছাড়া সমাজ ও বস্তুবাদী ইতিহাস বুঝা বা বিশ্লেষণ করা সম্ভব নয়।

বিজ্ঞান প্রকৃতিসহ মূলত জড় পদার্থের গতি প্রকৃতি, ধর্ম, বৈশিষ্ট এবং বিভিন্ন পদার্থের পরষ্পরের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া বিশ্লেষণ করে। বিপরীতে দ্বান্দিক বস্তুবাদ মানুষ কর্তৃক সৃষ্ট সমাজ ও তার চিন্তা-ভাবনা এবং সমাজের উপর উক্ত চিন্তা-ভাবনা ও উৎপাদন প্রক্রিয়ায় প্রযুক্তির প্রভাব বিশ্লেষণ করে। উভয়ই বিশ্লেষণের জন্য একই মেথাডলজি প্রয়োগ করা হয়। ব্যবহারিক কাজে, উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বা শারীরিক কাজে যুক্ত না হওয়া পর্যন্ত বিজ্ঞান সাধারণ মানুষের কাছে গ্রহনযোগ্য হয় না।

একই বিন্দুতে কার্যকারী শক্তিদ্বয় সামন্তরিকের সন্নিহিত বাহুদ্বয়কে প্রতিনিধিত্ব করে এবং শক্তিদ্বয়ের মিলিত বল হয় সামন্তরিকের কর্ণ, বলবিদ্যায় যার নাম প্যারালেলগ্রাম অফ ফোর্স। আলোচ্য মেথডলজি প্রয়োগে বলবিদ্যার মিলিত শক্তির দিক নির্ণয় করা যেমন যায়, তেমনি সমাজে কার্য্যরত বিভিন্ন শক্তির ক্ষেত্রে উক্ত মেথডলজি প্রয়োগে সমাজের অগ্রগতির দিকও নির্ণয় করা সম্ভব। বস্তুবাদী ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় মানুষ আদি খাদ্য সংগ্রহ সমাজ থেকে কৃষি, দাস, সামন্ত সমাজের কার্য্যক্রম শেষ করে পুজিবাদী সমাজ অতিক্রম করছে এবং বর্তমান আর্থ-সামাজিক বৈষম্য দূর করার লক্ষ্যে সংগ্রাম করছে। অতএব শেষ হাসি কে হাসবেন তা বলে দেয়া যায়।

সেতারা হাশেম ০৭/০৮/০৫